



215135 - রবডি়ল আউয়াল মাস উপলক্শে শুভচেছা জ্ঐগাপন সংক্ৰান্ত হাদসিটির কনে ভতিতিনেই

প্রশ্ন

রবডি়ল আউয়াল মাস আগমন করলে কিছু কিছু মানুষ একটি হাদসি আদান-প্রদান করে; সটেই হেছে- “যে ব্যক্তি এ মহান মাস উপলক্শে মানুষকে শুভচেছা জ্ঐগাপন করবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে”। এ হাদসিটি কি সহি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমরা উল্লেখিত হাদসিটির কনে ভতিত জানিনি। হাদসিটি বানোয়াট হওয়ার আলামতগুলো এতে সুস্পষ্ট। সুতরাং এ উক্তিটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি বলা জায়ে হব না। কেননা তা হব তাঁর নামে মথিয়া বলা। তাঁর নামে মথিয়া বলা হারাম, কবরি গুনাহ (মহাপাপ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কোন উক্তি বর্ণনা করে, তার ধারণা হয় যে, উক্তিটি মথিয়া; তাহলে সে মথিয়াবাদীদে একজন”[সহি মুসলিমি এর মুকাদ্দমি (১/৭)] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: এ হাদসি মথিয়া ও মথিয়া বলার ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তির প্রবল ধারণা হেছে যে, তার বর্ণিত কথা মথিয়া এরপরও সে উক্ত কথাটি বর্ণনা করে সে মথিয়াবাদী। সে মথিয়াবাদী হব না কনে সে তো এমন একটি সংবাদ দিছে বাস্তবে যা ঘটেনি? [শরহে মুসলিমি থেকে সমাপ্ত (১/৬৫)]

নহিক শুভচেছা জ্ঐগাপনের কারণে বান্দার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায় মরমে এ উক্তিতে যে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটো বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন; এ ধরণে অতিরঞ্জনর কারণে কোন হাদসি বা বাণীকে রাসূলের নামে বানোয়াট কথা হিসেবে সাব্যস্ত করার পক্ষে দলিল দয়া হয়। ইবনুল কাইয়্যমি (রহঃ) বলেন: “মাওজু বা জাল হাদসিগুলোর মধ্যে রয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্নতা, ভাষাগত দুর্বলতা ও শীতল অতিরঞ্জন; যে কারণগুলো উক্ত বাণীগুলোকে বানোয়াট ঘোষণা করে।”[‘আল-মানার আল-মুনফি’ পৃষ্ঠা-৫০ থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।